বেঁচে আছি

সুশীল ভৌমিক

উঁচু থেকে পড়ে যাবার পর —
আমি বেঁচে আছি
একজন মানুষের কানের কাছে চেঁচিয়ে বললাম
সে কোনও কথা না-বলে হেঁটে চলে গেল
সমস্ত ধ্বনিপুঞ্জ সরে গেল ক্রমশ সমস্ত ইন্দ্রিয় ছেড়ে
আমি বোঝাতে পারলাম না, বেঁচে আছি
আমার দাড়ি - গোঁফ সমেত আমি কারুর দৃষ্টিতে ঢুকতে পারি না
সমস্ত সময় গাড়ির শব্দের মধ্যে ভেসে গেল
আমার শেষ নির্ভরতা, বিশ্বাসের অজস্র কাঠের টুকরো
বধির আর্তনাদ সিঁড়ি বেয়ে পড়ে যাচ্ছে ক্রমশ
অন্ধতায় চাঁদ ঘুরছে শহরের পরিচিত অলিগলি ধরে
অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ পতনে ঢেকে আছে আপাদমস্তক
গলা পর্যন্ত চুরমার হয়ে বেঁচে আছি

বটগাছ

মানিক সাহা

ক্রমশঃ এগিয়ে আসা দিনের পদধ্বনি শান্ত হয়
গাভীর মত মূক চাঁদের পাশ দিয়ে নুইয়ে পড়ে ধূসর চৈত্রমাস
আঁচল দিয়ে ঢেকে রাখা গোপন ইচ্ছেগুলো মাঝে মাঝেই
ডানা মেলতে চায়। তার আকাশনীল বাসরঘর ভরে ওঠে
কমলারঙা মেঘে। এইসব দিনরাত্রি গুমোট রকম কৌতুহলে ভরা
বাৎসায়নের পাঁজর থেকে সন্ধ্যারোদ পশলা পশলা বৃষ্টি
ছিনিয়ে আনে

নদীর জলে ভেসে যাবার আগে আর একবার
ইচ্ছে করে বটগাছ ইচ্ছে করে শিকড় ছড়িয়ে দিতে!

সামসেরকে

সুশীল ভৌমিক

বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি তাদের লক্ষ্য করি
হোল্ডারহিন বলেছেন সকলেই অন্ধকারে হাঁটছে,
না কি ঘুমোচ্ছে
যেভাবে মাটির খয়েরি পোড়া ঘোড়া কিংবা হরিণ
বাঘ দেখলেও ছুটতে জানে না
ঘুমোচ্ছে হরনাথ, কথা বলছে হাবারাম, সারাদিন ফিল্ম দেখছে জন্মান্ধ
আপেল দেখছে যে সে কাটা, বাবুলাল টাকা শুনছে

সন্ধিপত্র

সোমব্রত সরকার

জানি তুমি কবেকার সেই পুরনো বাঁশের কেল্লা
নড়বড়ে হয়ে পড়ে আছো, গজিয়ে উঠেছে ঝোপ
লতা এসে ঘিরেছে তোমায়, কিছু প্রাণী বসবাস
শুরু করে দিয়েছে নির্জন তোমার আভায়; আমি
জেনো এক রাতের শেয়াল দিনেতে লুকিয়ে থাকি
পরিত্যক্ত গোপন গুহায় আর শুনি ফিসফাস
আবার এসেছে ঘন বর্ষা, টুপ টুপ ঝরছে বৃষ্টি
জল পড়ছে চালের ফুটোর সামনে একটি দিয়ে
ক্রমশই ভিজছে খোঁড়া মাটি, যেখানে ইঁদুর এক
চুপ করে শুয়ে তার প্রিয় ইঁদুরীর জন্য; লোমে
দু'দুটো জলের ফোঁটা লেগে শরীর ভিজেছে যার
তবু সে যায় নি কুঁকড়ে আজ, আরশোলা দেওয়ালেও
চলেছে ভেজাকে অতিক্রম করে, উড়ছে; বসছে গিয়ে
কেল্লার ছাদের উঁচুমতো বাঁশের মাথায়, ঝুলছে
ছোটবড় কয়েকটা ঝুল; মাকড় রয়েছে তাতে
টিকটিকি বেয়ে ঠিক চলেছে, পিঁপড়ে সারি যাচ্ছে পাশে
খেয়ে ফেলছে সারিভাঙা দুটো একটা; পতঙ্গ উড়ছে
বসছে সাবধানে সচেতন দূরবর্তী, আমি ধূর্ত
এবার বেরোবো বৃষ্টি অল্প ধরলে — খিদে ইশ
আঠারো তোমার হলে ভেবে দ্যাখো আমিও একুশ